ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৯৫৭

আগরতলা, ০৪ অক্টোবর, ২০১৯

অর্থনীতিবিদদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী
ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিজনেস হাব হবে

রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরোও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থনীতিবিদ সহ রাজ্যের ব্যবসায়ীদের ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি রাজ্য সরকার যে সকল পলিসি নিয়ে কাজ করছে সেদিকে নজর রেখেই ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে রাজ্যের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বান জানিয়েছেন।সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রান্তিক শহর সাব্রুমে ল্যান্ড কাস্টম স্থাপন, ইন্টারন্যাশনাল চেকপোষ্ট, ফেনী ব্রীজ নির্মাণ সহ বহুমুখী কাজ হচ্ছে। তাতে আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে সাব্রুম অনেক উন্নত হবে এবং রাজ্যের অন্যতম বাণিজ্যিক শহর হিসাবে পরিচিত লাভ করবে। সাব্রুমের ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হলে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিজনেস হাব হবে। ফেনী নদীর উপর ব্রীজের নির্মাণের পর বাংলাদেশের দিক দিয়ে রামপুর থেকে চিটাগাং পর্যন্ত ৩৮ কিমি রাস্তাকে প্রশস্ত করার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, গতকাল বাংলাদেশের চিটাগাং বন্দরকে খুলে দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে রাজ্যের যে সুসম্পর্ক রয়েছে রাজ্যের বিনিয়োগকারীদের সেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন দেশ বা রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সর্বাগ্রে শান্তি বজায় রাখা প্রয়োজন। রাজ্যের শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশও সহযোগিতা করছে। বর্তমান রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পকে উন্নত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান যেমন, ঊনকোটি, ডম্বুর, ছবিমুড়া, নারিকেলকুঞ্জ, নীরমহল, মাতাবাড়ি প্রভৃতিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকের কাছে আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেইসব ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করতে পারেন। রাজ্যের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য এ ডি বি ১৯০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তাতে উন্নত ট্রান্সফরমার, আধুনিক জেনারেটর, প্রিপেইড মিটার স্থাপন ইত্যাদির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে যে সকল ব্যবসায়ীগণ বৈদ্যুতিক সামগ্রী তৈরী করেন তাদের দেশের বড় বড় কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফল প্রক্রিয়াকরণ রাজ্যের আরেকটি বড় ক্ষেত্র। রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। সেগুলিকে ভিত্তি করে রাজ্যে ফল প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপনেও ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ উৎপন্ন হয়।

*****২য় পাতায়

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১৩ জন বিনিয়োগকারী রাজ্যে বাঁশভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারা রাজ্যে বাঁশভিত্তিক শিল্পে ১০০-১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চায়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় রাজ্যের রেল পরিষেবার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই রাজ্যে ৬টি এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা শুরু হয়েছে। কিন্তু রাজ্যে বর্তমানে সিঙ্গেল ট্র্যাক থাকার কারণে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি প্রতিদিন চলাচল করতে পারছেনা। ধর্মনগর- কৈলাসহর- পেঁচারথলের মধ্যে ৪১.৭৫ কিমি রেলপথ নির্মাণের জন্য সমীক্ষার কাজ চলছে। এবছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর রেল ট্র্যাকের কাজ শুরু হবে। এর জন্য ব্যয় হবে ১৭১৩ কোটি টাকা। এছাড়াও ধর্মনগর- পেঁচারথল- কমলপুর- খোয়াই- আগরতলা- বিলোনীয়া পর্যন্ত বিকল্প রেলপথ নির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ২০২০ সালের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ হলেই রেল ট্র্যাকের কাজ শুরু হবে। বিকল্প এই রেলপথ নির্মাণে রাজ্যে ৬-৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। অর্থাৎ রাজ্যে আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে। তাতে রাজ্যের জি ডি পি বাড়ার পাশাপাশি রোজগারের সৃষ্টি হবে। রেলপথ নির্মাণে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী তৈরীর কারখানা স্থাপনেও রাজ্যের বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসতে পারেন। এছাড়াও রাজ্য সরকার রাজ্যে শিক্ষার হাব আই টি হাব, মেডিক্যাল হাব তৈরী করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের ব্যবসায়ীরা সেইসব ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। এর জন্য তাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার যেসব ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সেগুলিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিকদের তাদের লেখনির মাধ্যমে কাজটি করতে হবে। সর্বোপরি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের এই মতবিনিময় সভায় ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরুণোদয় সাহা, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা সহ রাজ্যের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ, বুদ্ধিজীবীগণ এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

****